শিশু সুরক্ষার অধিকার, দিন বদলের অঙ্গীকার

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০০৯

৫ অক্টোবর ২০০৯

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় : দি নিউ এ্যাড মিউজিয়াম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২০ আশ্বিন ১৪১৬
০৫ অক্টোবর ২০০৯

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে দেশ ও জাতির অগ্রগতি নির্ভর করছে অমিত সম্ভাবনাময় শিশুদের উপর। শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। শিশুদের প্রতি অবহেলা ও সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে তাদের দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অধিকার পূরণে অত্যন্ত আন্তরিক। সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় এনে ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকার 'রূপকল্প' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচিসহ শিশু অধিকার বাস্তবায়নে আমি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের সচেতন মানুষকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

আমি শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস ২০০৯-এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

শিশু সুরক্ষার অধিকার

মো. তাজুল ইসলাম
পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

শিশু সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফার পদ্যের দু'টি লাইন কখনো পুরানো হবে না – 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।' আজ যারা শিশু তারাই আগামী দিনের পরিণত মানুষ। আজকের ছোট্ট নতুন শিশুটিই বড় হয়ে গ্রহণ করবে পুরাতন পরিণত মানুষটির জায়গা। মানব-জীবনের এই অমোঘ পালা-বদলের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলছে পৃথিবী। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশত হিসেবে যে মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে তা করতে হলে আমাদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে শিশুদের প্রতি। শিশু অধিকার বিষয়ে মানুষের প্রথম মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। যুদ্ধশেষে অনাথ হতভাগ্য শিশুদের রক্ষার উদ্যোগ নেয় লীগ অব নেশনস্। ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশনস্ ঘোষণা করে মানব জাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেবার আছে শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ এতিম-অনাথ হতভাগ্য শিশুর স্বার্থ-রক্ষার উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ। ১৯৪৪ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘোষণা দেয়। যা বিশ্ব শিশু অধিকার রক্ষায় একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয় শিশু অধিকার ও শিশু নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুটি ধারা। তারই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন ১৯৫২ সালে 'শিশু' বিষয়ে বিশ্ব বিবেককে সচেতন করে তুলতে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে শিশু দিবস উদযাপনের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব মতে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার প্রথম বারের মতো বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়। সে বছর বিশ্বের ৪০টি দেশে দিবসটি পালিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ১০টি শিশু অধিকার বিশ্বের শিশুদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকারগুলোর সার কথা হল – বর্ণ, ধর্ম বা অন্য কোনো ধরনের বৈষম্য থেকে শিশুর নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিবেশে শিশুকে গড়ে তুলতে হবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর তারিখ গৃহীত হয় ঐতিহাসিক শিশু অধিকার সনদ। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল। এ সনদে শিশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধিত্ব, আইনগত পৃষ্ঠপোষকতা তথা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ ও বেড়ে ওঠার পক্ষে যাবতীয় সহায়ক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ সনদে স্বাক্ষরকারী এবং অঙ্গীকারকারী অন্যতম একটি দেশ বাংলাদেশ। এরপর থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশে শিশু অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমের সূচনা হয় জাতিসংঘে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার অনেক পূর্বে ১৯৭৪ সালে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত হয় শিশু আইন। এরপর ১৯৭৬ সালে শিশুদের অধিকার বাস্তবায়ন ও শারীরিক-মানসিক বিকাশসহ বহুমুখী সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। ১৯৯৪ সালে শিশুদের স্বার্থ-রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা'। ইতোমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় শিশু নীতিমালা ১৯৯৪ হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের আওতায় শিশুদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিশুদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সফল কর্মসূচি অনেক। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলো হল : • শিশু মৃত্যুর হার কমানো • মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার কমানো • শিশুদের পুষ্টিহীনতা কমিয়ে আনা • সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি • সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি • প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি • মেয়েশিশুর শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ অন্যান্য কর্মসূচি • জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচি • বাল্যবিবাহ রোধ কর্মসূচি। এ ছাড়া শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) প্রকল্প সরকারের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। শূন্য থেকে জন্মের ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর সযত্ন লালন পালনে সচেতনতা সৃষ্টি এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়। শিশুর জন্মের পর ৫ বছরের ভেতরে তার ব্যক্তিত্বের মৌলিক বিষয়গুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে। এ জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠনের স্বার্থে জন্মের ৫ বছরের ভেতরে শিশু যাতে পরিবার ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে ইতিবাচক, আদর্শ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা লাভ করতে পারে সেদিকে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে। আমরা স্বপ্ন দেখি দিন বদলের। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য-প্রযুক্তি, কম্পিউটার, ডিজিটাল প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে চলেছে। আমরা সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেব উন্নততর জীবনমানের সুযোগ-সুবিধা। এই অনুকূল পরিবেশে গড়ে উঠবে আগামী দিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উপযোগী উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানমনস্ক আদর্শ নবীন প্রজন্ম, যাদের হাতে বাংলাদেশ পরিণত হবে সত্যিকারের সোনার বাংলায়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ আশ্বিন ১৪১৬
০৫ অক্টোবর ২০০৯

বাণী

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে আমি সকল শিশুকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজকের শিশু আগামী দিনে বাংলাদেশের হাল ধরবে। তারাই আমাদের প্রত্যাশিত দিন বদলের আসল রূপকার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর সোনার বাংলা বাস্তবে রূপ লাভ করবে শিশুদের দ্বারাই। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে শিশুদের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

বর্তমান সরকার শিশুদের কল্যাণে এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে শুধু সরকারি পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রতিটি অভিভাবক, পরিবারের সদস্য এবং সমাজকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারি সংগঠনগুলোকে।

আমি সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিককে শিশুদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের শিশুদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিশুরা জাতির অমূল্য রত্ন। শিশুরা ভবিষ্যতের কর্ণধার। শিশুদের মেধা ও প্রতিভার সার্বিক বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, শিশু মৃত্যুরোধ, শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সকল অধিকার বাস্তবায়ন, পর্যায়ক্রমে সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রম বন্ধ, শিশু নির্যাতন বন্ধ ও পাচার রোধ, কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সকল শিশুকে নিরাপদ শৈশব ও সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বছর শিশু অধিকার সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য "শিশু সুরক্ষার অধিকার, দিন বদলের অঙ্গীকার" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দিন বদলের শুভ সূচনালগ্নে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মূল কাণ্ডারী বাংলাদেশের সকল শিশুদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকার বদ্ধপরিকর।

আমি বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি.

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিশুদের জন্য বাসযোগ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯ পালন করা হচ্ছে। সারা বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশও এ মহৎ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের। এ উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। শিশুদের সার্বিক কল্যাণে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

বৈষম্যহীন ও অনুকূল পরিবেশে শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার এবং পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এবারের বিশ্ব শিশু দিবসে আমাদের প্রত্যাশা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব হোক অধিকতর শিশুবান্ধব।

আমি এ দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

রোকেয়া সুলতানা

UNICEF Representative in Bangladesh

Message

On the eve of the Child Rights week, I would like to commend the government of Bangladesh for its commitment to promote children's rights. As an agency with a mandate by the United Nations to advocate for the protection of children's right, UNICEF is pleased to be part of such initiatives.

This year will see the celebration the 20th anniversary of the Convention on the Rights of the Child (CRC). Bangladesh was one of the first countries to ratify the Convention in 1990. Today the Convention on the Rights of the Child stands as a universal standard for building a better world – a world fit for children. Therefore the Government chose a very appropriate theme for this week: 'The right to child protection is the promise of the future.'

This year is also special because Bangladesh submitted its periodic report on the implementation of the Convention to the Committee on the Rights of the Child. On June 03, the Committee issued specific recommendations to ensure the full realization of the rights of the child in the country. As a state party to the Convention on the Rights of the Child, Bangladesh has an obligation to take all necessary measures to address these recommendations made by the Committee. It is of critical importance to create a protective environment where all children of the country will be effectively protected from all sorts of violence, abuse and neglect and will be able to develop their full potential.

Carel de Rooy

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

আমার কথা

স্বাগত জানাই বিশ্ব শিশু দিবসকে। সময়টা একবিংশ শতাব্দীর ২০০৯ সাল। ঠিক একশ' বছর আগে, বিংশ শতাব্দীর ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জানো না, এই কাল কত বড় কাল, এর অন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে– পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য, সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য, মানব মাত্রেই উঠেপড়ে লেগেছে– নূতনভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে।"

বিংশ শতাব্দীতেই ১৯৪৪ সালে জাতিসংঘে শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ক্রমে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পায়। শিশু অধিকার সনদ– বিশ্বজোড়া মানব চেতনার দৃঢ়তম অধ্যায়।

বহু শত শতাব্দী আগে থেকে মানুষের মনে সঞ্চারিত ছিল এই ইচ্ছা। সামান্য একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। কোনো দরিদ্র শিক্ষাবঞ্চিত মাতাকে তার সদ্যোজাত সন্তান সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা যায় তোমার সন্তান নিয়ে কি করবে? এক কথায় তার উত্তর মিলবে 'একে আমি মানুষ করব।' কিন্তু সব সময় মায়ের ইচ্ছা পূরণ হয় না। কেন হয় না?

সব মায়ের, সব মানুষের, সকল জাতির মিলনে সকল প্রকার 'অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্যে' সুপ্রতিষ্ঠিত হোক শিশু অধিকার। বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমরা জানি, বিস্তৃত এই সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নয়। তবে আমরা এ-ও জানি, বাংলাদেশের মানুষ ও সরকার এই বাধা অতিক্রম করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

বাংলার এক তরুণ কবি ছোট্ট দু'টি পংক্তিতে বেঁধেছিলেন শিশু অধিকারের শত-সহস্র কথার ছাড়পত্র–

"প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।"

এই স্বয়ংপ্রভ শক্তিমান একা 'আমি' জাগ্রত হোক সারা বিশ্বে।

মুস্তাফা মনোয়ার